দৈনিক সংবাদ

37-A

তারিখ 04 DEC 1985
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে চেয়ারম্যান হিসেবে ভাষণ দিচ্ছেন রাষ্ট্রপতি এরশাদ।

শীর্ষ সম্মেলন উদ্বোধন ।। সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত

শান্তি প্রতিষ্ঠায় সার্ক বলিষ্ঠ ভূমিকা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

'প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালনভূমি দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এ অঞ্চলের প্রায় একশ' কোটি মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে, পারস্পরিক সন্দেহ নিরসনে সর্বোপরি শান্তি প্রতিষ্ঠায় সার্ক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।'

বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার সাত রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের এই দৃঢ় আশাবাদের মধ্য দিয়ে গতকাল শনিবার উৎসব মুখর ঢাকার সুরম্য জাতীয় সংসদ ভবনে দু'দিন ব্যাপী সার্ক শীর্ষ বৈঠক শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এইচ,এম এরশাদ প্রথম সার্ক শীর্ষ বৈঠকের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

ভুটানের রাজা জিগমে সিঙ্গে ওয়াংচুক রাষ্ট্রপতি এরশাদের নাম প্রস্তাব করে সম্মেলনের শুরুতে বলেন, ১৯৭৮ সালে জেনারেল এরশাদ সেনাবাহিনী প্রধান হয়েছেন। সৈন্য ছাড়াও তিনি একজন কবি। নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্য তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী এ প্রস্তাব সমর্থন করেন।

এরপর মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মিঃ মামুন আবদুল গাইয়ুম সংক্ষিপ্ত ভাষণে রাষ্ট্রপতি এরশাদকে অভিনন্দন জানান। সভাপতি তখন সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং শ্রী গান্ধী ও রাজা ওয়াংচুকের সাথে করমর্দন করেন।

বাংলাদেশের দীর্ঘ পাঁচ বছরের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফল সার্ক শীর্ষ বৈঠকের উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগ দিতে অতিথিরা সকাল ৯টা থেকেই আসতে শুরু করেন। ডিসেম্বরের শীতার্ত সকাল আর মিঠে রোদে শেরেবাংলা নগরের তোরণ ও পতাকা সজ্জিত

পরবর্তী সম্মেলন দিল্লীতে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

দ্বিতীয় সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হবে। এখন থেকে প্রতিবছর একবার করে সার্কভুক্ত ৭টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানগণ শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হবেন। ১৯৮৭ সালের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে। গতকাল শনিবার সার্কের ৭টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ তাঁদের রুদ্ধদ্বার অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের প্রধান মুখপাত্র জনাব আবুল আহসান গতকাল সন্ধ্যায় মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিং-এ একথা জানান। তিনি বলেন, সার্কভুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রিগণ বছরে কমপক্ষে দু'বার বৈঠকে বসবেন। এর মধ্যে একটি হবে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতিমূলক বৈঠক। তবে বিশেষ প্রয়োজনবোধে আরো অধিকসংখ্যকবারও বৈঠকে বসতে পারেন।

তিনি বলেন, গতকাল শনিবারের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের অধিবেশনে সার্ক সনদ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। শীর্ষ নেতৃবর্গ সার্ক প্রতীক এবং সার্ক ঘোষণাপত্রও অনুমোদন করেন।

মুখপাত্র বলেন, শীর্ষ বৈঠকে সার্কের জন্য একটি সেক্রেটারিয়েট স্থাপনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক সংবাদ

37-B

তারিখ 04 DEC 1985
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

শান্তি প্রতিষ্ঠায় সার্ক

—সংবাদ

রাখবে

রাস্তাগুলো ঝকঝক করছিল। সংসদ ভবন ও তার আশপাশ এলাকায় ছিল কড়া প্রহরা। রাস্তাগুলো জনসাধারণের চলাচলের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন সাড়ে ৮শ'র মত

(৩-এর পাতায় দেখুন)

(১ম পাতার পর)

অতিথি। মন্ত্রিসভার প্রায় সদস্য সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। সোভিয়েত ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতসহ প্রায় সকল মিশন-প্রধান, বেসামরিক ও সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এসেছিলেন। সংসদ ভবনের ভেতরে কয়েক গজ দূরে দূরে নিরাপত্তা কর্মীরা ছিলেন। সম্মেলনকক্ষে মঞ্চের সামনে বাঁদিকে একটি বড় বাল্ব জ্বলে গেলে কিছুটা ধোঁয়া দেখা দেয়।

সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে অধিবেশনকক্ষে এসে পৌঁছেন বেগম রওশন এরশাদ,, বেগম জিয়াউল হক, মিসেস জয়বর্ধন ও নেপালের রাণী ঐশ্বর্য। ১০টা ৪০ মিনিটের সময় সম্মেলনের মুখ্য সমণ্বয়কারী জনাব সি,এম শফি সানী ঘোষণা করেন, দু' মিনিটের মধ্যে সার্ক নেতারা উপস্থিত হবেন। শুরু হবার কথা ১০-৩০ টায়। অধিবেশনকক্ষে প্রথমে সাদা পোশাক পরিহিত শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধন প্রবেশ করেন। একই সাথে আসেন অন্য নেতারা। এ সময় হাততালিতে ও আলোকচিত্রীদের ক্যামেরার ক্লিকক্লিক শব্দে সম্মেলনকক্ষ মুখরিত হয়ে ওঠে। মঞ্চের মাঝখানে বসেন কালো প্রিন্সকোট পরা রাষ্ট্রপতি এরশাদ। তাঁর ডান পাশে ভুটানের রাজা ওয়াংচুক, বামপাশে প্রিন্সকোট পরিহিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। শ্রী গান্ধীর পাশে ছিলেন যথাক্রমে নেপালের রাজা বীরেন্দ্র ও শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধন। রাজা ওয়াংচুকের পাশে ছিলেন যথাক্রমে স্যুট পরিহিত মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট গাইয়ুম ও লাদা শেরোয়ানী পরা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়া।

চার প্রেসিডেন্ট, দুই রাজা আর এক প্রধানমন্ত্রীর সুসজ্জিত মঞ্চের ডানপাশের গ্যালারীতে ছিলেন কাষ্ট লেডীগণ। মঞ্চের সামনে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন সম্মেলনের মহাসচিব জনাব ফারুক আহমদ চৌধুরীসহ সম্মেলনের অন্য কর্মকর্তারা। সামনের গ্যালারীতে ৭টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ছিলেন। তবে বেশকিছু আসন খালি ছিল। তদুপরি নিজের জায়গা খুঁজে নিতে কিছু অতিথিকে সময় ব্যয় করতে হয়। অধিবেশনকক্ষে ঠাণ্ডা একটু বেশী অনুভূত হলেও অধিবেশনকক্ষের স্থাপত্য সৌন্দর্য, নিখুঁত ব্যবস্থাপনা পরিবেশকে আকর্ষণীয় ও যথাযথ গাম্ভীর্যপূর্ণ করে তুলেছিল।

জনাব ফারুক চৌধুরীর উদ্বোধনী ঘোষণার পর যথাক্রমে পবিত্র কোরআন, গীতা, ত্রিপিটক ও বাইবেলের অংশবিশেষ পড়া হয়। অনুষ্ঠানে সবার বক্তৃতাশেষে সম্মেলনের সভাপতি অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করেন।

মঞ্চে উপবিষ্ট নেতাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ভুটানের রাজা দর্শকদের দৃষ্টি কাড়েন। কোন নেতার ভাষণ শেষ হবার সাথে সাথে ছুটে গিয়ে তিনি করমর্দন করছিলেন। শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধন, যিনি সার্ক নেতাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, তার আকর্ষণীয় বক্তৃতার পর উল্লেখযোগ্য অভিনন্দন পান।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ

রাষ্ট্রপতি এরশাদ তাঁর ১০ মিনিটব্যাপী ভাষণে বলেন, মহেঞ্জোদারো, বেনারস, ময়নামতি, তাজমহল, লুম্বিনি আর কান্ডির জনগণের পাঁচ বছরের চেষ্টার ফসল এই সার্ক। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ঘটিয়েছে আজকের ঢাকা সম্মিলন।

তিনি উল্লেখ করেন, মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এতদঞ্চলের মানুষের স্বপ্নের যৌথ বাস্তবায়নের যে সূচনা করেছিলেন আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণা দিয়ে, শীর্ষ বৈঠক তারই রূপায়ণ। সার্ক কৌশলের ভিত্তি হচ্ছে সহযোগিতা, যা সংশ্লিষ্টদের স্বার্থীন মূল্যায়ন সীমিত করবে না। যদিও এখনো সহযোগিতার সক্রিয় রূপ আসেনি, তবু আমরা তার দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। তিনি বলেন, দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার ওপরে দিল্লী জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন গুরুত্ব দিয়েছিল। এটা সার্কেও রাখা হয়েছে।

রাজা ওয়াংচুক

ভুটানের রাজা সার্কের জন্যে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়া ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, এ সম্মেলনে আমরা গড়ব আঞ্চলিক শক্তি ও সমঝোতার ভিত। আমাদের আলোচনা অরাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় দক্ষিণ এশিয়া গুরুত্বপূর্ণ। তাই আঞ্চলিক সহযোগিতাকে রাজনৈতিক পরিবেশ প্রভাবিত করবে। তিনি ১৫ মিনিটের বক্তৃতায় বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় ১০০ কোটি লোক বাস করে, যা বিশ্ব-জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ। এরা থাকে স্থলভাগের ৩ দশমিক ৩ ভাগ এলাকায় এবং এদের মাথাপিছু আয় বিশ্বের গড় মাথাপিছু আয়ের এক-দশমাংশ। এ পরিস্থিতিতে যৌথ আর্থ উন্নয়ন শুধু কাম্যই নয়, অবশ্যম্ভাবী। এ মুহূর্তে প্রয়োজন আমাদের নীতির বাস্তবায়ন।

প্রধানমন্ত্রী রাজীব

দক্ষিণ এশিয়া প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্মভূমি। এখানে জন্ম নেয়া তাপসেরা বিশ্বে মহৎ মহৎ ধর্ম আর গভীর দর্শন উপহার দিয়েছেন। এর উর্বরা জমি, উঁচু পাহাড়,বিস্তীর্ণ পানি সম্পদ, কৃষি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্পকলা,সঙ্গীত, নৃত্য বিশ্বের চোখ কেড়েছে। সাম্রাজ্যবাদের কালো অধ্যায় আমাদের সমৃদ্ধি আটকে রেখেছিল।

তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালে দিল্লীতে এশিয়ান রিলেশন্স কনফারেন্সে জওয়াহেরলাল নেহরু বলেছিলেন, আমরা এক সাথে থাকব, এগোবো। আজকের আঞ্চলিক সহযোগিতা সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

শ্রী গান্ধী ১৪ মিনিটের ভাষণে বলেন, আজ আমরা সহযোগিতার কর্মসূচী থেকে সংগঠনে যাচ্ছি। অবশ্যই আমা-

দৈনিক সংবাদ

37-C

তারিখ ..0.8 DEC..1985.. ...

দের সমস্যা আছে ; কিন্তু সহযোগিতার যে কাঠামো তৈরী করা হয়েছে, তা বাস্তব অবস্থাকে ধর্তব্যে রেখেই। আমরা চাই না দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে অভিন্ন আঞ্চলিক অস্তিত্বে মেশাতে। বরং আমাদের পররাষ্ট্র নীতিসমূহ আঞ্চলিক সহযোগিতাকে একটি ধারা হিসেবে যোগ করতে আগ্রহী। এটা সত্য, সহযোগিতার সম্পর্ক দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে প্রভাব অবশ্যই ফেলবে। তিনি জানান, এ শীর্ষ বৈঠক এতদঞ্চলের ও বিশ্বের জনগণের মধ্যে আশাবাদ জাগাবে। বক্তৃতার শেষে তিনি বলেন, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দেশের জন্যে যে প্রার্থনা করেছিলেন, তা সার্ক পরিবারের প্রার্থনা হতে পারে। 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল---পুণ্য হউক পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান' ---কবিগুরুর এ কথার ইংরেজী অনুবাদ উচ্চারণ করেন শ্রী গান্ধী।

প্রেসিডেন্ট গাইয়ুম

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ১০ মিনিটের বক্তৃতায় বলেন, আমরা যাত্রা শুরু করলাম মিলেমিশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে শান্তি আনতে। আজ আমরা একটি অধিকতর ভাল ভবিষ্যতেরই স্বপ্ন দেখছি না, বরং তা বাস্তবায়নে এগোচ্ছি।

রাজা বীরেন্দ্র

নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ দেব ১২ মিনিটের বক্তৃতায় বলেন, যৌথ সহযোগিতার ভাবধারা এতদিন না থাকায় দক্ষিণ এশিয়ার সমস্যা গভীরতর হয়েছে। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়ার অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজা বলেন, আমরা এখানে একটি সনদ গ্রহণের মাধ্যমে এমন এক প্রতিষ্ঠান গড়তে যাচ্ছি, যা জাতিসংঘ সনদ, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতিমালা অনুসরণ করবে। এ অঞ্চলের প্রতিটি দেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা আমাদের কাম্য।

প্রেসিডেন্ট জিয়া

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক লিখিত বক্তৃতার বাইরেও কিছু কথা বলেন। তিনি ২১ মিনিটের বক্তৃতায় মরহুম জিয়া ও প্রয়াত ইন্দিরার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী আরো বৃহত্তর ভূমিকা পালনের দায়িত্ব পেয়েছেন। [illegible] প্রতি [illegible] প্রকাশ করেন, আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে যোগাযোগের পরিধি বাড়বে, বৃহত্তর সমঝোতা হবে। এর ফলে পারস্পরিক সন্দেহ দূর হবে এবং সম্পদের অপচয় কমবে। রাজনৈতিক গতিধারার সাহায্যের প্রয়োজন হবে এ প্রক্রিয়ায়। আসিয়ানের সফল দৃষ্টান্ত আমাদের জন্যে উৎসাহব্যঞ্জক। তিনি বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলাদেশ' বলে উল্লেখ করেন।

প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধন

শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট মিঃ জুনিয়াস রিচার্ড জয়বর্ধন তাঁর ১২ মিনিটের আকর্ষণীয় বক্তৃতায় বলেন, আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন পারস্পরিক আস্থা। এ অঞ্চলে ভারত সবচেয়ে বড় দেশ। আমাদের যাত্রা শুরুর জন্যে ভারতকে অন্যান্য দেশের মধ্যে আস্থার ভাব সৃষ্টি করতে হবে। রাজীব গান্ধী ভারতের নেতা। তার ওপরেই আমাদের সব আশা-ভরসা। তিনি আমাদেরকে হতাশ করবেন না, করতে পারেন না। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তাকে সহায়তা করা। তাঁর বলা উচিত আমাদের করণীয় কি এবং সেভাবে সাড়া দেয়া।

তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় রাজতন্ত্র, নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিসহ প্রজাতন্ত্র ও বহুদলীয় ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রপতিসহ প্রজাতন্ত্র অথচ বহুদলীয় ব্যবস্থাহীন--এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি দেশের নিজস্ব সংবিধান আছে এবং কতকগুলোতে পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক সংবিধান ও নির্বাচিত-রাষ্ট্রপতি; বহুদলীয় ব্যবস্থা, বাক-স্বাধীনতা ও বিরোধীদল আছে। কিছু এ লক্ষ্যে পৌছুতে চাইছে।

প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধন বলেন, রাজীব গান্ধী রবীন্দ্রনাথের কথা বলেছেন। উনি বাংলাদেশের সন্তান। প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধন প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি পংক্তির উদ্ধৃতি দেন।

'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য,
উচ্চ যেথা শির'

তারপর তিনি বলেন, তার এই বাণী আমাদের প্রেরণা যুগিয়ে আসছে। আমরা ঐতিহাসিক সূত্রে বাংলাদেশেরই সন্তান। তিনি এ প্রসঙ্গে বিজয় সিংহের লঙ্কা বিজয়ের লোকশ্রুতির কথা উল্লেখ করেন।

পরবর্তী সম্মেলন দিল্লীতে

(১ম পাতার পর)

গ্রহণ করা হয়। তবে সার্ক সেক্রেটারিয়েট কোথায় স্থাপন করা হবে তা এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। তিনি বলেন, কাউন্সিল অব মিনিষ্টারস-এর বৈঠকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সেক্রেটারিয়েট স্থাপনের স্থান ঠিক করা হবে। তবে অধিবেশনে নেপালে এই সেক্রেটারিয়েট স্থাপনের জন্য নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ দেব প্রস্তাব দিয়েছেন বলে মুখপাত্র জানান।

মুখপাত্র বলেন, দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে এক ঘণ্টার জন্য রুদ্ধদ্বার অধিবেশনের সময় নির্ধারিত থাকলেও তা প্রায় আড়াই ঘণ্টা স্থায়ী হয়। অধিবেশনে নেতৃবৃন্দ সার্ক সনদ ও সার্ক ঘোষণাপত্র অনুমোদন এবং সেক্রেটারিয়েট স্থাপন ও আগামী ১৯৮৬ সালের জন্য সার্কের করণীয় বিষয়সমূহ চূড়ান্তকরণে অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকেন।

অধিবেশনে দক্ষিণ এশীয় সাতটি দেশের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এই অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ এবং মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও অপব্যবহার দমনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে তা প্রতিরোধের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটি যথাসময়ে উক্ত বিষয়সমূহের উপর সমীক্ষা চালিয়ে কাউন্সিল অব মিনিষ্টারস এর কাছে রিপোর্ট পেশ করবে।

তিনি বলেন, শীর্ষ বৈঠকে অঞ্চলের কোন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়নি। তবে নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীরবিক্রম শাহদেব অঞ্চলের সাধারণ নদীসমূহের পানি সম্পদ সুষ্ঠু ও পর্যাপ্তভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলো রাষ্ট্রের পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের সাধারণ মঙ্গলের স্বার্থে এক রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের উপর হুমকি না হয়ে উঠার পথানুসন্ধানের প্রস্তাব রাখেন। ভুটানের রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক বলেন, আঞ্চলিক এই সহযোগিতা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক সহযোগিতায় রূপ নেবে এবং তার ফলে রাজনৈতিক সমস্যাদি সমাধানের পথও প্রশস্ত হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী অঞ্চলের প্রত্যেকটি দেশের শান্তি-[illegible] উপর বিশেষভাবে [illegible]প করেন। শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জুনিয়াস রিচার্ড জয়বর্ধন বলেন, অঞ্চলের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার বলে বিবেচনা করতে হবে। তবে রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের দ্বিপক্ষীয় অথবা বহুপক্ষীয় কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করা হয়নি বলে মুখপাত্র জানান।

তিনি বলেন, আলোচনাকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক অঞ্চলের নারীদের কল্যাণ সাধনের জন্য সার্কের উদ্যোগে একটি মহিলা সংগঠন স্থাপনের প্রস্তাব রাখেন। তবে এ প্রস্তাবের ওপর কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের মুখপাত্র জানান, পাকিস্তান কর্তৃক কোন অনাক্রমণ চুক্তি, সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কোন নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব এবং দ্বিপক্ষীয়, আঞ্চলিক কিংবা আন্তর্জাতিক কোন রাজনৈতিক বিষয় শীর্ষ নেতাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তিনি বলেন, আজ রোববার মেঘনার বুকে অনুষ্ঠেয় নৌবিহারে শীর্ষ নেতৃবৃন্দ একে অপরের সঙ্গে একান্তে আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ পাবেন এবং সে সময় তাঁরা দ্বিপক্ষীয় বিষয়াদিসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন।

তিনি বলেন, শীর্ষ নেতৃবৃন্দ তাঁদের আলোচনার সময় বিভিন্ন বহুপক্ষীয় ফোরামে সার্কের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের ব্যাপারেও একমত হয়েছেন। পাকিস্তান এই বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের জন্য স্বাগতিক দেশ হবার প্রস্তাব রেখেছে। মুখপাত্র বলেন, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সার্কের পক্ষ থেকে যোগাযোগের জন্য কমিটি গঠনের ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে; কারণ ফাও এবং ইইসিসহ আরো কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সার্ক কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহে অর্থ প্রদানের আগ্রহ দেখিয়েছে।

তিনি আরো বলেন, সার্কভুক্ত দেশসমূহের রাজধানীগুলোর সঙ্গে সরাসরি বিমান যোগাযোগ চালু করা এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে পর্যটন ব্যবস্থার সুবিধার স্বার্থে ২০ শতাংশ হ্রাসকৃত মূল্যে বিমান ভাড়া প্রবর্তন করার ব্যাপারেও সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।